46

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 2-3 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কেমন আছে দেশের শিক্ষাঙ্গন

সরকারের এক বছর

শরীফুজ্জামান পিন্টু

কেমন আছে দেশের শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষা ব্যবস্থা? গত এক বছর আওয়ামী লীগের শাসনকাল চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে এ প্রশ্নের উত্তরকে পুরোপুরি ইতিবাচক বলা দুষ্কর। জবাবটি পুরোপুরি নেতিবাচক নয়। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিগত শাসনামলের চেয়ে অগ্রগতি হয়েছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লিখিত শিক্ষা বিষয়ক প্রতিশ্রুতিসমূহের আংশিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসেছে এ অগ্রগতি।
তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদা ও জনগণের প্রত্যাশা পুরোপুরি পূরণ হয়নি। এর অন্যতম কারণ ছিল সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা ও নির্ধারিত

(২-এর পাতায় দেখুন)

কেমন আছে দেশের

(প্রথম পাতার পর)

সময় পার হবার পর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারকে সামনে অগ্রসর হয়ে আবার পিছুটান দিতে দেখা গেছে।
বিগত এক বছর সরকারকে অন্তত ডজনখানেক সমস্যা মোকাবিলা ও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা। তাছাড়া কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয় বর্তমান সরকারের শাসনামলে। এই দু ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় সরকারকে কখনও বিচক্ষণতা- আবার কখনও ব্যর্থতার পরিচয় দিতে দেখা গেছে। এসব সমস্যা হচ্ছে এসএসসিতে ধর্ম শিক্ষায় নম্বর নির্ধারণ প্রসঙ্গ, পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা, শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিটি গঠন, এসএসসি'র প্রশ্নপত্র ফাঁস, সেট কোড জটিলতা, সন্ত্রাস ও সেশনজট, মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণ ও বিপণন, ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গ, বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের বেতন ভাতা বন্ধ প্রসঙ্গ, ছাত্র সংসদ নির্বাচন, নকল প্রবণতা ও শিক্ষক প্রহার এবং নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ঘোষণা।

ধর্ম শিক্ষা

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ১০০ নম্বরের পরিবর্তে এসএসসিতে ধর্ম শিক্ষায় ৫০ নম্বর নির্ধারণ করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে স্পর্শকাতর ধর্মীয় বিষয় নিয়ে একটি বিশেষমহল আওয়ামী লীগ সরকারকে 'ধর্মবিরোধী' বলে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালায়। ক্ষমতায় আসার পর পরই এ ধরনের বিব্রতকর অবস্থায় যত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় নেয়নি। বেশ দেরিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়।

পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ করা শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের একটি বড় সাফল্য। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে ইতিহাস বিকৃতকারী ও মৌলবাদী শক্তির বাধা ছিল। তা উপেক্ষা করে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার বিষয়টি স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তির সাধুবাদ পেয়েছে।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি

নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকার একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছে। কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত করতে ৪/৫ মাস সময় অপচয় না করলে এতদিন শিক্ষানীতি প্রণয়ন হয়তবা সম্ভব হতো। জানা যায়, আগামী ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট প্রদান করবে। এরপর সংসদে আলোচনা করে চূড়ান্ত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে।

এসএসসি'র প্রশ্নপত্র ফাঁস

ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকার সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায়। এ ঘটনার সাথে জড়িতদের শাস্তি দিয়ে সরকার কিছুটা হলেও নিজের মুখ রক্ষা করেছে। তাছাড়া যেসব পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় সেগুলো স্থগিত করে নতুন পরীক্ষা নেয়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পরীক্ষার প্রতি আস্থা ফিরে আসে।

সেট কোড জটিলতা

সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই সেটকোডে ভুলের কারণে এসএসসিতে ২৯শ' ছাত্রছাত্রী ফেল করে। শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকরা মানবিক দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনার দাবি জানান। বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বিষয়টি সুরাহা হয়। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আবেগাপ্লুত হয়ে একজন পরীক্ষার্থিনী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার ছবি পত্রিকায় দেখে প্রধানমন্ত্রী সেট কোড জটিলতা নিরসনের নির্দেশ দেন।

সন্ত্রাস ও সেশন জট

সন্ত্রাস ও সেশন জট শিক্ষাঙ্গনে বিদ্যমান সমস্যা। নির্বাচনী ইশতেহারে এ দুটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের কথা থাকলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। তবে সরকারের বড় সাফল্য হচ্ছে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ঘাঁটিতে নাড়া দেয়া। সরকারের ভূমিকার কারণে মারমুখী শিবির কর্মীরা পিছু হটতে শুরু করেছে।
বিগত এক বছরে সন্ত্রাসে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গন। প্রাণহানি ঘটেছে ১৭ ছাত্রের। বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীরা সরকারী ছাত্র সংগঠনে নাম লিখিয়েছে। সন্ত্রাস দমনে সরকার কখনও সফল, কখনও ব্যর্থ হয়েছে। তবে 'মিনি ক্যান্টনমেন্ট' নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটও অনেক কমেছে। তবে বেড়েছে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই থেকে তিন বছরের সেশনজট রয়েছে। এমনকি সেশনজট তৈরি হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেশনজট নিরসনে সরকার কোন পরিকল্পনা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিপণন

জানুয়ারি মাসের আগে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিপণন কাজ শেষ করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পুস্তক মুদ্রণ ও বিপণনের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ সিদ্ধান্ত প্রথমে বহাল রাখার ঘোষণা দেয়। এক পর্যায়ে সরকার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলে [illegible] স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটে। শেষ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। যার ফলে সময়-মতো বই মুদ্রণ ও বিপণন কাজ শেষ হয়। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে রেহাই পায় অভিভাবক ও ছাত্ররা।

শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধ প্রসঙ্গ

শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন যে, যেসব বেসরকারী ডিগ্রী কলেজে কেউই ডিগ্রী পরীক্ষায় পাস করবে না সেসব কলেজের শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সরকারী অংশ স্থগিত করা হবে। শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে শিক্ষামন্ত্রী এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন।

নকল প্রবণতা ও শিক্ষক প্রহার

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান এ সমস্যা সরকার কঠোর হাতে দমন করতে পারেনি। বরং এ সরকারের আমলে শিক্ষক প্রহারের ঘটনা বেড়েছে।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

বিগত প্রায় ছ'বছর ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, ইসলামী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একমাত্র বুয়েটে শান্তিপূর্ণভাবে ছাত্র সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কোন পদক্ষেপ এ সরকার গ্রহণ করেনি।

নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বিগত এক বছরে সরকার ১৬টি জেলায় ১৬টি মহিলা কলেজ স্থাপনের ঘোষণা দেয়। আরও ঘোষণা দেয় ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের। একনেক-এর সপ্তদশ সভায় ৩শ' মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালুর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ইপসাকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হয়। এসব ঘোষণা সরকারের শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচীর অংশ।